অথ মনসা কথা

নাট্যকার — শেখর দেবরায়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার — ডঃ অমলেন্দু ভট্টাচার্য, ডঃ আনন্দমোহন মহন্ত

(বন্দনা অংশ, গায়েন, বায়েন, দোহার সবাই মিলিতভাবে গান ধরে)

গায়েন।। পরথমে বন্দনা করি - পুবে ভানুশ্বর
একদিকে উদয় রে ভানু চৌদিকে পশর
(দোহার।। পরথমে বন্দনা করি গো।।)
দক্ষিণে বন্দনা গো করি ক্ষীর নদী সাগর
যেইখানে বাণিজ্যে যাইতেন চান্দ সওদাগর
উত্তরে বন্দনা করি কৈলাশেরও পতি
যেইখানে বসত করেন হর আর পার্বতী
পশ্চিমে বন্দনা করি কাশী বৃন্দাবন
যেইখানে আছেন গো কৃষ্ণ প্রানধন
চাইরকুনা পিরতিমী বইন্দো মন করলাম স্থির
হিন্দুর দেবতা বন্দি মুসলমানের পীর

পরথমে দুই করো পুটে, বিষহরি উর ঘঠে, কৃপা কর সাগর দুহিতা রাখিয়ও সংগীতে মন, ডাকে তুমায় অভাজন, বর্ণিবারে তব কিছু কথা, মনসা জগৎ মায়ে, নিবেদন রাখি পায়ে, উরমোর আসরের মাঝে কে মনে তুমার মায়া, মনুষ্য শরীর হয় পৃথিবী ধরিলে নিজো তেজে।

আসেন গো বাবু মশায় — আপনাগো আইজ একখান কিচ্ছা শুনাই — মা মনসার চরণ বন্দনা কইরেছি — তাই আপনারা নিশ্চয় বুইজ্যা লইছেন আমি কোন কিচ্ছার কথা কইবার লইছি। আর আপনারা হইলেন মান্যজন মোর কোন ভুলচুক হইলে নিজগুনে ক্ষেমা কইরবেন। তাইলে শুরু করি।

(সমবেত দোহার ..... তাল বাদ্য সহ মরি হায় হায় রে)
দৈবেতে চম্পক দেশে গন্ধবণিকের বংশে, কোটিশ্বরের বেটা চন্দ্রধর,
বণিক্যের অধিপতি অতিশয় মহামতি, ভোলানাথ পুজে নিরন্তর/
চম্পকনগরীর ঠাঁট — তাহে আছে নাও ঘাট
সাধু যায় দক্ষিণ সফর
নানাদেশী পাইক লয়ে - নেতের পতাকা উড়ে
ছত্র আড়ানি শোভে নানা।।
পাইকে চালের চল — দেখি অতি মনোহর
লক্ষে লক্ষে না যায় গণনা।

গায়েন।। চম্পকনগরের চান্দ সওদাগর মান্য বণিক, তারা চৌদ্দ ডিঙ্গা তরি তরাইয়া বাইয়া যায় দেশদেশান্তরে। চান্দ শিবের পূজা করে, বাবা ভোলানাথ ছাড়া কাউকে মান্য করে না, বাবা শিবসুন্দর চরণে পেন্নাম জানাইয়া শুরু হয় তার দিন

(শিববন্দনা) ঃ
নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ।
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ।।
নমঃ শিবায় চ শিব তরায় চ।।
নমঃ পার্যায় চাবার্যায় চ,
নমঃ প্রতরণায় চোওবনয়ে চ।।
নমতীর্থায় চ কল্যায় চ,
নমঃ শম্প্যায় চ ফেন্যায় চ।।

কিন্তু চাঁদের চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর যারা বাইয়্যা যায় সেই মাঝিমাল্লারা জলে জঙ্গলায় থাকে। তারা আবার নাগমাতার অন্ধ ভক্ত। তারা কয় তাদের মোড়োলেরা কইয়্যা গেছে সেই কবে— কোন কালে — তাদেরে রইক্ষ্যা কইরেছিল এই দেবী জরুৎকারু। জানেন তো বাবু মশায়রা মনসার আরেক

নাম জরৎকারু। যাইহোক, তারা কয় এই দেবীর স্মরণ নিলে মনোহাঞ্ছা পূর্ণ হয়। তাই ভাসানে যাওনের সময় তারা মা মনসার নাম নেয়, কিন্তু চান্দের ভয়ে তারা তাদের মায়ের পূজা আর্চা কইরতে পারছে না। বৈঠা হাতে লইয়ে মনে মনে মারে স্মরণ কইরা কয় —— এইভাবে আর কদিন — তাই আগামী শাওন্যা পছচ মীতে এইবার পূজিবো মা মনসার — কি গো তুমরা সবাই রাজি তো?—

সমবেত দোহার সায় দিয়ে বলে — হো — হো — পূজিবো মা মনসারে।

গায়েন।। কিছু ঘটা কইরে কেন মনসার পূজা হবে! এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে— এই কথাখানি উল্টোদিকে চাঁদের মনেও উঁকি দিলো। তাইতো চম্পকনগরীর কুলপতি চাঁদ সওদাগর তার বান্ধবদের আইজ ডাক দিয়েছে, একটা সলা পরামর্শ তো কইরতেই হয়—

দোহার।। কে কুথায় আছেন সমাজপতি চাঁন্দ সওদাগর তলব কইরেছেন সভায় হাজির হতি হবে.....

গায়েন।। কুলপতি চান্দ বণিক্যের মহিমা লৈয়া সমাজ শাসন করেন। পূর্ণিমের চান্দের মত তার উজ্জ্বলবরণ। ধ্বজ দণ্ডের মত তার দীর্ঘল শরীর। চক্ষির ইশরায় ঝিলিকির ঝিলিক.....। ভয় ডর বইল্যে কিচ্ছু নাই। সমাজে দাড়েইয়া যখন কথা কয়, তখন আরও পাঁচজন না মাইন্যা পারে না। সেই সওদাগর আইজ সভা ডাকছে....।

অতক্ষণে সওদাগর মনেতে ভাবিয়া সভা করি বসিলেক পাত্র মিত্র লইয়্যা।।

সংকলেরে সম্বোধিয়া বলে অধিকারী সবে যদি কও তবে মন্ত্রণা যে করি।।

(একক অভিনয়ে সবার চরিত্র চিত্রন করে গায়েন সংলাপ বলে যাবে)

চাঁদ।। বান্ধবগণ জরুরী একখান কথা কইবার আছে। সংবাদ আছে আগামী শাওন্যার পঞ্চমীতে নাকি কানীর পূজার উদ্‌যোগ চইলতেছে.... ছিঃ ছিঃ ছিঃ চেঙ্গমুড়ি কানীর পূজা! নাগ কইন্যারে মাইন্য কইর‍্যা ফুল জল দিতে চায়! কিন্তু শুইন্যা রাখো। আমি শিব ভক্ত চান্দ সওদাগর — আমার ক্ষমতার সীমানায় বাবা ভোলানাথ ছাড়া আর কারো পূজা পার্বন করা বারণ। এই কথার খেলাপ কেড়া করে তাদেরে একবার দেখতি চাই। বলি সবাই চুপ করি আছো কেন। হেই — তুমি কিছু বইলবা বলি মনে হচ্ছে লেংগা ...?

লেংগা।। ক্ষেমা চাইগো চাঁদ, যদি অনুমতি দেন তেইলে দু একখান কথা বইলতি চাই —

চাঁদ।। আরে আরে লেংগা ... এত জড়সড় না হইয়ে গলার স্বর ছাইরে বল — যাতে সবাই বুঝতি পারে তুমার অন্তরের কথা ....।

লেংগা।। অন্তরের কথা চাঁন্দেরে না কই কারে কমু.... কিন্তু কিন্তু ..... ।

চাঁদ।। আরে কি খালি কিন্তু কিন্তু কর — বলি কথাডা কি খোলসা করি বইলবা, নাকি?

লেংগা।। আইচ্ছা তেইলে কই — একদিকে সমাজ, আরেকদিকে ঘর সংসার ছেলেপুলে, স্বামীর ধনদৌলত, পরমায়ী কামনা — ঠিক এই অবস্থায় কোন স্ত্রী যদি মাঝিমাল্লার পূজ্যদেবী ঐ যে গো — আপনি যারে কানী বইল্যা বার বার গাল পাড়েন — সেই দেবী মনসার পূজার তরে নিজ ঘর থিক্যা দানসামগ্রী জোগান দেন — তেইলে ঐ স্ত্রীলোকটিরে আপনার ভাষায় কি কওন যায় — পরথমে কন তো?

চাঁন্দ।। ঐ স্ত্রীলোকটি কোন সমাজে বাস করে।

লেংগা।। ধরেন ঐ তাদের (মাঝি মাল্লা) সমাজে—

চাঁন্দ।। তেইলে তো সত্যই পরিব্রতা নারী কওন যাইতে পারে, কি কও গো তুমরা — ?

দোহার ! হো হো ঠিক কইছেন

লেংগা।। কিন্তু সেই নারী যদি আপনাদের সমাজের হয় — তেইলে?

চাঁন্দ।। (গম্ভীরকণ্ঠে) তেইলে তো কঠিন শাস্তি পাতি হবে এমন কি এক ঘরি করণও যাইতে পারে, কারণ আমার নাম চাঁদ সওদাগর নিজেরে যে বাবা বিশ্বেশ্বর ভোলানাথের দীন দাস মানি। তাই বলি শোন যদি এমন কোন না জানা সংবাদ থাকে তেইলে আমারে এক্ষুনি জানান দেও —।

কি হইলো লেংগা, তুমার মুহে দেহী বুলি নাই! আমতা আমতা কর! কিন্তু হাবভাব দেহী মনে হতিছে তুমার অন্তরে কিছু গোপন কথা আছে। আ (বিরক্ত) আমার হাতে সময় নাই — যা বইলবারা তরা করি বল।

লেংগা।। (একান্তে) বাবা ভোলানাথ মোরে বাঁচিও —, আসল কথা যে কইতে বড় ভয় হয় চাঁন্দ।

চাঁন্দ।। (আশ্বস্ত) আরে আইসো কাছে আইসো। আচ্ছা কি এমন কথা যা মোরে কইতে তুমার এত ভয় হতিছে। আরে তুমি তো আমার কাছের মানুষ, ছোট থাকি তুমি আমার সাথে আছো। আমার সব কথা তুমি জানো, কিন্তু তুমার ঐ একটা কথা আমি এখনও জানতি পারছি না কেন?— তাই আর একদণ্ড দেরী না কইর‍্যে সত্বর বল —।

লেংগা। চাঁদ সেই নারীতো আর কেউনা — সেতো তুমার স্ত্রী সনকা —

চাঁন্দ।। (হঠাৎ আঁতকে উঠে পরে নিজেকে স্বাভাবিক করে বলে উঠে)

কি বললা লেংগা। সেই নারী হচ্ছে আমার সনকা। আচ্ছা, তুমি ভালোই করেই জানো এই কথাডা শুনেই আমি চিৎকার করি বলি উঠবো — না এ হতি পারে না — আমার চক্ষির সামনে এখন অমান্যির কাজ সনকা কোনদিন কইরতে পারে না —। তারপর বুক চাপড়াবো — হায় হায় করি। তখন তুমরা সকলে মিলি আমারে সান্তনা দিবা আর বইলবা — চাঁদ শান্ত হয় এই বারটার মত সনকারে ক্ষেমা দেও —। (হাসি ।।।)

লেংগা তুমারে আরও একখান সুযোগ দিলাম ভালো কইরে ভেবেচিন্তে বল — কে সে নারী যে আমার আইন অমান্য কইরেছে? এই কথা বলেই চান্দ লেংগার গলা চেপি ধরে — বল তরা করি বলরে লেংগা।

লেংগা।। (চাপা গলায়) সাওদের কুমার আমিও দৌদ্দ পুরুষের নামে তর্পন করি — যেজন তুমার কাছে মিছা কথা কমু না —, শুন চাঁন্দ সাধু, যারসাথে তুমি ঘর কর - যে তুমার ছয়পুত্রের জন্ম দিয়েছে, সেই পতিব্রতা নারী — মনসার পূজারী তুমার সনকা সুন্দরী। আহা....।

চাঁন্দ। লেংগা তুই আমার প্রাণের বান্ধব, তুই আমার ভালো চাস্ — মঙ্গল কামনা করিস তেইলে (আবার গলা চেপে ধরে) আইজ আমার

সুনার সংসারের নৌকাডারে ঐ কানীর নাম লয়ে কানা কইরতে চাস কেন। — বল — বল — এই শেষ বারের মত সুযোগটা দিলাম — নামটা সইতা কইর‍্যা কও।

লেংগা।। আঃ — যতই তুমি আমার গলা চাপি ধরো; আমার বাক্যি কোনদিন বদল হইবে না — আঃ নিজের ঘরের খবর নিজেই জানো না। সমাজের পতি হইল্যা কিন্তু নিজের ঘরে সনকার পতি হতি পাইরল্যার না, ঘর পরিবার সমাজ লইয়্যার যে ভবের তরীর হাল ধইরতে পারে তারে কয় চালকদার ...।

চাঁন্দ।। চুপ কর — চম্পকের খাইয়ে চম্পকের পইরে আইজ কিনা বড় বড় বুলি কস। যা ছোটবেলার সাথী বইলে আইজ তরে ছেইর‍্যে দিলাম। নইলে তোর জিব টেইনে ঐ গাংগুড়িয়া নদীতে ফেইলে দিতাম। যা — আমার চক্ষির সামনে থে দূর হইয়ে যা ....।

লেংগা।। উৎসবে, ব্যসনে, বাণিজ্যে পাঠনে আমি তুমার সঙ্গ ছাড়ি নাই কোনদিন, আর আইজ তুমি যখন দূর কইর‍্যা দিলা তেইলে যাই ... এতদিনের সঙ্গ চাইর‍্যা—, সওদাগর, তবে অজানার পথেই যাই। একবিন্দু কালকুঠ যেমন হাজার প্রাণ নিতে পারে তেমনি — একনারীর পূজাই চম্পকেরে কাঁপাইতে পারে। অহংভাব বড় খারাপ রিপু। মোহে অন্ধ হইয়া যদি দৃষ্টি বন্ধ রাখো তেইলে সেই আধার পথেই নাগিনী প্রবেশ কইরতে পারে এইটাই আমার শেষ কথা ... যাই বন্ধু বিদায় ... ।

(বিচ্ছেদীগান) বন্ধু কই যায় রে লহর দরিয়ার বুকে কুল নাইরে
কিছু দুঃখ বুঝিবে বন্ধু — কিনারায় দাঁড়াইয়া
ও বন্ধু কূল নাই কিনারা নাই — উঠছে কত ঢেউ
এমনো নিদান কালে — সঙ্গী নাই তোর কেউ

চাঁন্দ।। লেংগা ... যাসনে আমারে ছাড়ি — আমি যে এক্কেবারে একা হইয়ে যাবো রে — লেংগা (বিচ্ছেদী গানের কলি আবার শুনা যায় — ''এমনো নিদান কালে'' কিন্তু আবার সম্বিৎ ফিরে বলি উঠে) আ —র কেডার আমার আপনজন। যে আমার মনরে উথালপাতাল কইরে চলি গেল। বাবা প্রমথেশ তুমি আমার পরীক্ষা নিতি চাও তো নেও; কিন্তু কোন ছলচাতুরীর জালে আমারে ফেইল্যা দিও না বাবা নীলকণ্ট। আমি চাঁন্দ সাধু তুমার দীনদাস হই —। আর যে কথাডা এক্ষনে শুইনলাম সেডা যেন মিথ্যা হয় — মিথ্যা হয় ... মিথ্যা হয় ...।

গায়েন।। চাঁন্দের মনে যেন — আচমকা বিষাদের সুর। ঠিক এমন সময় সনকারাণী ভক্তিপূর্ণ মনে হাতে পুষ্পচন্দন — মাথায় মা মনসার ঘট লইয়ে প্রবেশ করে। উঁকি-ঝুঁকি মাইরে আস্তে আস্তে অন্দর মহলে পা বাড়ায় — ঠিক তখনই চাঁন্দ সওদাগর বলি উঠে—।

চাঁন্দ। একি ... সনকা। এই সাঝের বেলা মাথায় ... ঐ কিসের ঘট লইয়ে ... কই থিক্যা আইল্যা তুমি? আরে কি হইলো আমারের দেহী ঘটখান আড়াল কর কেন? কি আছে এতে; এমি অমৃত কুম্ভ না সাতরাজার ধন মানিক এতে ভইর‍্যা দেহী দেহী। আরে কি হইলো? হঠাৎ কইর‍্যা এমন বিবর্ণ হইল্যা কেন? তুমার শরীডা বিবশ লাগছে। আরে হেই কেডা আছো—তরা করি আইসো, সনকারে অন্দরে লইয়ে যাও।

সনকা।। না, গো ডাইকোনা, অন্নাতা কাউকে আমি এ ঘটখান ছুঁইতে দিমুনা।

চাঁন্দ।। তাইলে কি আমারেও না।

সনকা।। শিবভক্ত তুমি চাঁন্দ সওদাগর তুমার কি সেই ক্ষেমতা আছে।

চাঁন্দ।। একি সনকা! সামান্য এই ঘটলইয়ে তুমি কি বইলতেছ গো রানী — কই দেহী দেহী ...।

সনকা।। না চাঁন্দ, ছুইবানা বইলে দিলাম - তেইলে যে আমার ব্রতভঙ্গ হইয়ে যাইবো ....।

চাঁন্দ।। একসাথে পশুপতি বন্দনা করি, খাইদাই — শয়ন করি, তখন কিচ্ছুনা। আর আইজ শুধু এই অজানা ঘটটারে ছুঁইতে আমারে আপত্তি কইরছো! তেইলে নিশ্চয় কিছু একটা আছে এতে।।

সনকা।। আছে গো শুয়ামী আছে। এই ঘটে যে তুমার, আমার সবার মনের কথাই জমা হইয়ে আছে।

চাঁন্দ।। চহয়ালি কর রানী? সইত্য কইরে বলতো কি আছে এতে?

সনকা।। অগো সুয়ামী — আমি তুমার চরনদাসী — কেন তুমি এহনও বুঝাইতি পারলা না — কারা তুমার জীবনের সঙ্গীসাথী। এই শুহ্য কথাডা তুমি যদি এহনও না বুঝো সওদাগর — তইলে আর কেডা বুঝইবো।

চাঁন্দ।। (ধমক দিয়ে বলি উঠে) সনকা। ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে তাই এইবার তুমারে আদেশ করি — কি বইলতে চাও খুলসা করি বল — কি আছে ঐ ঘটে!

সনকা।। ওগো সুয়ামী তেইলে শুইন্যারাখো। মনস্কামনা পূর্ণ কইরবার তরে নিজ গৃহে শাওন পঞ্চমীতে এই ঘট স্থাপন কইরে মায়ের নামে পূজা দিব — তাই সুয়ামী তুমি আমার এর পূজাতে বাধা দিও না।

চাঁন্দ।। এই ঘটডা কার ঘট ? সনকা সইত্যে কর বল, চুপ করি থাকিস না — বল কারে কি জন্যে পূজা দিবা তুমি? বল?

সনকা।। সর্ব পরথম তুমার মঙ্গলের তরে — তুমার বাণিজ্য আমার সংসার — আর আমাদের চম্পাই'র সমাজের তরে। মায়েই এই ঘঠখান এইনেছি...। ওগো সুয়ামী এইবার তুমার মন থিইক্যা মান মনসার ঘট স্থাপনের অনুমতিখান দেও। কি গো..... কথা কও না কেন?

গায়েন।। সওদাগর কোন উত্তর না দিয়ে দৌড়ি গিয়ে হেমতালের বিশাল লাঠিখান লইয়ে—একেবারে সনকার সামনে আইসে দাঁড়াস, চক্ষু রক্তবর্ণ কইরে হাতের লাঠি উঁঠিয়ে ধরে সঙ্গে সঙ্গে সনকা শেষবারের মত মিনতি করি কয় ....

সনকা।। না গো, সুয়ামী এ তুমি কইরতে পারবা না — । কারণ তুমার স্ত্রী হইয়ে তুমার মঙ্গল কামনা করার কোন অনায্যি হতি পারে না। তাই আইজ সবশক্তি দিয়া তুমারে আমি বার কর বুঝামু — কারণ আমি যে তুমার ভালবাসার সাথী, তুমার অঙ্গসায়িনী — তুমার সন্তানের জননী।—

ঢোল দিয়া আজ্ঞা দিল নগরে নগরে
''যেজন পদ্মারে পূজে দণ্ড দিব তারে

গঞে গঞে সাড়া দিয়া বলে অধিকারী
সর্প পাইলে যে না মারে, সে আমার বৈদী
এক গুটী সর্প মারি যে দেয় আমারে
হাতে পায়ে তার থাড়ু পরাইব তারে —

চাঁন্দ।। হেই আমি চাঁন্দো, কোটিশ্বরের বেটা — চন্দ্রধর, চম্পইর সমাজপতি। তোদের সব্বাইরে শেষবারের মত মানা কইরতেছি — কথাটা শোন। চম্পকের চৌসীমানায় যদি কেউ ঐ কানীর পূজাআর্চা করে তেইলে দণ্ড পেতি হবে। এমন কঠিন শাস্তি যা তোরা ভাবতেই পাইরবি না।

গায়েন।। অহংকারী চান্দোসাধু করে নানা ছল।
অধিক পদ্মার সঙ্গে বাধিল কোন্দল।
রাত্রি দিন গালি পাড়ে ঝোপ অহংকারে
কোপে মনে ড়োয় চাঁন্দ পথে দিল থানা
চম্পক নগরের মধ্যে পূজা করলো মানা।
মহাদেবের কন্যা পদ্মা সবের করে ভয়,
আপন মুখে গালি পাড়ে যত মুখে লয়।
অভিমানে বলে পদ্মা কি করি উপায়,
লঘুর ভৎসর্না আর সহন না যায়।

জোরে জোরে দমকা হাওয়া ডিঙ্গার বাদামি ফত ফত করি লড়ে। ঈশান কোণে যেন মেঘ জমি উঠিছে, ভাবটা হঠাৎ নিশ্চুপ হইয়ে গেছে। যেন পরথম ঘন্টায় বাড়ি পইড়েছে — দুম — দুট — দুম —।

কিন্তু আমার হচ্ছে আরেক যন্ত্রনা না বইলে পারি না, কেনরে বেটারা চাঁন্দের দুপয়সায় তোদের ঘর সংসার চলে আর আইজ কি না সেই কুলপতির কথার খেলাপ কইরবি।

আবার এইডাও ভাবি — আইচ্ছা চাও চাইন দেবী — সমাজপতির কথার সাথে সুরে সুর না মিলাইয়া এই মাঝিমল্লারগন যদি যে যার মত কইর‍্যা বাঁইচতে চায় তাতের সওদাগরের ক্ষেতিটা কি?

আইচ্ছা বাবুমশয়রার আপনারাই বলন, কেন সে তাদের কথা মাইনতে চায় না। হু হু বাবা...এর পেছনে নিশ্চয় কোন যুক্তিতর্ক আছে।

আইচ্ছা গোবাবুমশায়ারা — মনসা আক্ষ্যানে পাইতো অনেক ঘটনার কথা সত্য —। কিনতু কিছু কথা কিছু প্রশ্ন — এই যুগের হাওয়াও দাঁড় কইরাইয়ার দিছে। কেমন কইর‍্যা জানেন বাবুমশায়রা। এই যে আমি, আমার সমাজ, ধর্ম, আচার, আচরণ, আমার বুলি, বাইকস আমার গান বাদ্যি লইয্যা আমি বাঁচুম এইটায় যদি কেউ বাধা দান করে তাইলে তো মহাবিপদ। জ্ঞানীগুনী পণ্ডিতেরা কন — এইসব হইলো একটা বিশাল বট বিরিক্ষের ছায়া। ভবনদীতে নিত্যদিন ডিঙ্গা বাইতে বাইতে মাইনসের যখন ঝিমুনি আইসে, তখন তারা সেই বটবিরিক্ষের তলে বইসে শান্তি পায়। ঠাণ্ডা বাতাস যেমন দগ্ধ পরানডারে জুইড়ে দেয়, তেমনি সমাজ ধর্মের সেই বিশাল বিরিক্ষ মাইসের মনে শান্তির জল ছিটাইয়া দেয়। মনডা হাল্কা হয়। জন্মের পর থিইক্যা যে বিরিক্ষের সাথে আমাদের পরিচয়, কেউ যদি তার শিকড় উপড়াইতে চায় তেইলে কি সেইডা মাইন্যা লওন যায়। না — কি মাইন্যা নেওন উচিত। আপনারাই কন।

ইস্ — চাও চাইন দেহী — কি কথায় কি আসি গেল। ক্ষেমা কইরবেন গো বাবুমশাইরা। আসল বিষয়টায় আবার ফিরি আসি। কইরে আমার নন্দ দুলালেরার বাজা — ভালা কইর‍্যা বাজা .....।

(দোহাররা পাকোয়াজে চাটি মারে — কেউবা করতাল বাজায়)

গায়েন।। ধইন্যা রাজা কোটিশ্বর তার পুত্র চন্দ্রধর
পদ্মারে পূজিতে করে মানা।।
সাধুর আদেশশুনি সবে মনে ভয় মানি
চম্পকেতে করে আনাগোনা।।
চান্দ সাধু ভাবে মনে কিবা করে মাঝিগনে
কানীর উদ্দেশ নাহি জানা।।
অন্দরে একলে বসি সনকা নহে তো খুশি
উচাটন করে অনুক্ষণ।।
মনসা সেবক যত তারা ভাবে অবিরত
কেমনে হইবে ব্রত বিনে।।
চৌদিকে কি হয় কি হয় ভাবসকলেই চুপচাপ
জালু মালু মাঝি গনে ভাবে মনে মনে
মায়ে নিকটে যাই — যুক্তি বুদ্ধি জাইন্যা আই
ভরসা দিবেন জানি মোদের জগত গৌরী।।
একাগ্র চিত্তলয়ে মা মনসা বসি আছেন ধ্যানে
একে একে গড় করি — মায়েরে ডাকিলো জনে জনে।।

১ম মাঝি।। মা-মাগো-চক্ষু মেলি চাও, চেয়ে দেখ মা, আমরা চম্পাইর লীলাই, দুলাই, আলু, মালু—তারও কত শত মাঝিমল্লা। — আরে হেই — সবাই মিলে মায়েরে গড় কর। ধ্বনি দে, গলা তুইল্যে একসাথে সবাই বল — ''জয় মা মনসার জয়''

সবাই একসাথে বলি উঠে—''জয় মা মনসার জয়''

২য় মাঝি।। মাগো, তুমি তো সবার মনের কথা জানো, চম্পাই' এর সওদাগর এইবার ঢেড়া পিটাই করে আদেশ কইর‍্যেছে — তার রাজ্যপাটে আমরা তুমার পূজাপাঠ কইরতে পাইরবো না। কিন্তু গো মা বাপপিতামহের কথা কেমন কইর‍্যা ভুলি, তারা কইয়্যা গেছে জন্মেজয়র সর্পযজ্ঞ থিক্যা তুমার আশীলবাদেই নাগ সমাজ রইক্ষ্যা পাইছিল — সেইদিন থিইক্যা বিপদে আপদে তুমারেই আমরা স্মরণ করি। আমগো সমাজের যে ধারার এতদিন ধইর‍্যে চলি আসতিছে, সওদাগর তা বন্ধ করি দিতি চায়। এ যেন আরেক জন্মেজয়।

মাঝি।। এহন কও মা, ইডা কি কইর‍্যা মোরা মাইন্যা লইমু। যারে মায়ের আসনে স্থাপন কইরেছি সেই জননীরে অহঙ্কারী সওদাগর কয় কিনা ——

মনসা।। কি কয় —— চুপ কইর‍্যা আছিস কেন, আমার দিকে চাইয়্যা ক।

মাঝি।। মাগো —— তুমি তো চোখে চোখ রাইখতে কইতেছ, কিন্তু সেই সওদাগর কয় — তুমি, তুমি কানী, মহতাল হাতে লইয়ে কয় চ্যাঙমুড়ি কানী, আরও কয় লঘুজাতি, ঢেমনা ভাতারী... সবাই একসাথে বলি উঠে — হায় হায়রে সমাজপতি চাঁন্দোসাধু ...।

মা মনসা কিন্তু এসব শুইনোও চুপ করি থাকে — তারপর ধীরে সুস্থিরে অমৃতনয়নী বলে...

মনসা।। চম্পকের সওদাগর হইলো শিবভক্ত। আর আমি শিব কইন্যা। মাইনষের মনডাই অইল আসল কথা— সেইমনে যদি বিবাদের বীজ পুইষ্যা রাখে তেইলে কি সুবিরিক্ষের জন্ম হয়? আমার মনে লয় ই কথাডা চাঁন্দে বণিক্য জানে না। তাই ঠিক কইর‍্যেছি ভোলানাথের ভক্ত বইলেই আমি তারে বুঝামু। এইডে সঠিক পথ নয়।

মাঝি।। একি মা! যে তুমারে এতবড় অপমান কইরলো — তার কাছেই তুমি যাইবা —।

মাঝি।। না, না — ঐ অহঙ্কারী পুরুষের কাছে তুমি যাইবা না — বরং আমরাই সমাজপতিরে ছাইড়্যা আইমু —।

মনসা।। শোন — তোরা তো মাঝি — উজান পানে নাও বাইতে গেলে শুধ কি জোর থাইকল হয়। কৌশল জানতি হয়, জোয়ার যখন আসে তখন হালটা যদি ঠিক না থাকে তেইলে সামাল দিবি কি কইর‍্যা?

মাঝি।। তেইলে এহন আমরা কি করুম? সমাজপতির আদেশ মাথা পাইত্যা মাইন্যা নিমু।

মনসা।। না — আমি তো এই কথা কই নাই? মনে রাখিস চাঁন্দ হইল চম্পকের মাইন্যজন। ধন, জন কোন কিছুরই তার অভাব নাই। সমাজে তার কথার দাম আছে। কিন্তু তোদেরও যে বল আছে, সাহস আছে সেডাও তারে বুঝাতি হবে। তোদের মনের বাবটা তার সামনে স্পষ্ট করতি হবে।

মাঝি।। কিন্তু তুমি কি জানো না মা— সনকারাণী তুমার পূজার জন্যি যে ঘট — বসাতিছিল সওদাগর সেই ঘট হেমতালের লাঠি দিয়ে ভাইঙ্গ্যা চৌচির কইর‍্যাদিছে। এরপরও তুমি কেমন কইর‍্যা ধৈর্য্য রাখতি পারছো।

মনসা।। আমি যে তোদের মা —। লড়াই এর চাল চাইলাতে আমিও জানি। নিজের ক্ষ্যামতার জোর দেখিয়ে যারা অইন্যরে বশ করতি চায় তারার ভুল করে। তাই আমি যামু চম্পাইয়ের সমাজপতির কাছে, অধীর হবা না তুমরা — ধৈর্য্য হারাইবা না — মনে বল রাইখো —। এইডাই আমার আদেশ। যাও এবার যে যার ঘরে যাও —।

গায়েন।। মাঝিমল্লারা চাপা গুঞ্জন কইরতে কইরতে যে যার যাত্রা কইরলো— বল সবে ''জয় মা মনসার জয়''। এইবার চান্দেরে রাজি করানোর পালা — কিন্তু সে কি রাজি হইব ? যে যদি অগ্রাহ্যি করে তেইলে কি হইবো। ইসব কথা ভাবতি ভাবতি মা মনসা কখন যে গাঙ্গুড়্যা নদী পার হইয়ে হাটতি হাটতি এক সাত মহলা দালানের সিং দুয়ারেরর কাছে আইসে দাঁড়ালো। সূর্যি দেব পাটে নামতিছেন — মন্দিরে বাজি উঠে শঙ্খ, ঘন্টা, শিঙ্গা।

(শিব বন্দনা)

গিরশং গনেশং গলে নীলবর্ণং
গবেন্দ্রধিরূঢ়ং গুনাতীত রূপম্।
ভবং ভাস্করং ভস্মানা ভূষিতাঙ্গং
ভবানী কলত্রং ভজে পঞ্চ বক্তম।।
শিবাকান্ত শম্ভো শশাঙ্কর্দ্ধমৌলে
মহেশান গুলিন্ জটা জুট ধারিন্
ত্বমেকো জগদ্ ব্যাপকো বিশ্বরূণঃ
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ।।

চান্দের শিববন্দনা এইমাত্র শেষ হইয়াছে। হ্যাঁ-চান্দো সমাজপতি বটে। চেহারা খান দেখো, কেমন জেল্লা দিচ্ছে। শালগাছের মত দীঘল তার দেহ। মাথা ভর্তি কুঞ্চিত কেশ তাকে তাকে ঘাড় পর্যন্ত নাইম্যা আইছে, শার্দুল পারা চোখের দৃষ্টি অন্তর বিদ্ধ কইর‍্যা দেয়, শ্বেতবর্ণ অঙ্গে শোভা পায় চাপার বরণ উত্তরীয়। হাইট্যা যায় যেন গজেন্দ্রগমন। দীর্ঘাদেহী এই পুরুষ চূড়ামনি রোজই নিত্যকর্ম শেষে তার বাইর বাড়িতে বইসে তার রাজ্য পাটের কুশল মঙ্গল জিজ্ঞেস করে, সেই নিয়মেই আজো সওদাগর ধীর চলনে ঐ যে যাইতেছে—আহা কি পুরুষালী চলন। ডাইনে বায়ে দেখতি গিয়ে হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়ায়। এইডা কে? এক মাইয়্যা লোক না? চন্দ্রবদনী এক কইন্যা একা একা ঐ বিল্ববৃক্ষির মূলে দাঁড়াইয়া আছে কেন? বিষয়ডা তো দেখতি হয়। চান্দো আগ বাড়ে এক চরণ-দুই চরণ, কইন্যা কিন্তু অটল এক্কেবারে সামনে এসেই চান্দো বলি উঠে—

চন্দো ।। কেডা ইখানে খাড়া হইয়ে আছো। বলি এতবড় দালানে তুমার কি বইসবার ঠাঁই হইলো না আরে আইসো-বিরিক্ষি তল হতি আইসো।

অঃ ভাল কথা তুমার পরিচয়টা কি—সেডাই তো আগে জানা হইলো না। কি বা তুমার নাম?- নিবাস? আমার চম্পকে? মুখে রাও নাই কেনে? বলি কথা কইতে পারো না? সে যাই হোও, কুলজ্ঞাতী পরিচয় না জানা পর্যন্ত আমি কেউরে অন্দরে ঢুকতে দেইনা। কিন্তু তুমি যখন অজান্তে এতখানি আইসে পইড়েছে তেইল এক্ষণে তো তুমার পরিচয়টা জানোনই লাইগবো।

গায়েন।। আরো একি কথা। চাঁন্দ সাধুর এতগুলান বাক্যি শুনার পরও কইন্যার মুখে কোন রাও নাই, তাই এইবার চাঁন্দো আরও একটু গলা চড়াইয়ে বলে—?

চাঁন্দো।। কে গো তুমি—মুখে কোন বুলি নাই? কি প্রয়োজনে আমার ঢায়ে এইয়েছ, সত্বর করি বল নাইলে বিপদে পইড়বা তুমি বোধকরি চম্পকের সমাজপতিরে চেনো না।

গায়েন।। জয় বাবা বিশ্বেশ্বর। চাঁদো আর মনসা এই পরথম এক্কেবারে সামনাসামনি, চাঁদো এক্ষণে জাইনতি চাইলো কইন্যারে আসল পরিচয়। নিশ্চল কইন্যা এবারে সচল হইলে। সে বিরিক্ষির তলা থে আইয়্যা পাশে বেদীর উপর উইট্যা দাঁড়ায়—তারপর চন্দো সওদাগরের চোখে চোখ রাইখ্যা কইলো—

মনসা।। জনম পাতালপুরী অযনি সম্ভবা
নির্ম্মানী জননী মহাদেব তেজস ভবা
আপনা আপনি কইল্যা জীবের সঞ্চার
বাসুকি দিলেন বিষ নাগো অধিকার
উদদ্ভভা পাতাল নাম, পাতাল কুমারী
নাগ দান পাইয়া নাম, হইলো নাগেশ্বরী
কালীদহে পদ্মবনে হইলো উতপতি
ততির কারণে নাম হইলো পদ্মাবতী
মনেতে জনম জানি দেব ত্রিপুরারী
ততির কারণে নাম মনসা কুমারী।

গায়েন।। মনসা নাম শুনি চান্দো বিকট চিৎকার করে দুইহাতে কান চাপি ধরে—চাঁন্দের মনে হয় চারিদিকে তারে নাগনাগিনী ঘিইর‍্যে ধইরেছে—প্রাণ পনে বলি উঠে—

চাঁন্দ।। না এত হতি পারে না বিদেয়হ। চম্পকের ত্রিসীমানা থে এক্ষুণী বেরিয়ে যা। চেঙ্গ মুড়ি কানী।

মনসা।। (ধৈর্যসহকারে)—কি বললি তুই আমারে?

চাঁন্দ।। হ্যাঁ-বইলেছি হাজার বার বইলবো। কানী তুই হইলি চেঙ্গ মুড়ি কানী।

মনসা।। চাঁন্দ তুই আমারে একের পর এক কত কথা শুনাইলি। কিন্তু এখন আমার কতা শোন—কেন এইয়েছি আমি তোর কাছে। আমার নাগ পোলাপানেরা, তোর মাঝিমাল্লা আমার পূজার্চ্চনা কইরবো—তাতে তুই বাধা দিস্ না চাঁদ। শোন সমাজপতি যে যার মত কইরে বাঁচি বড় হতি পাইরলে সমাজেরও হিত হয়। অন্যের ধর্মকর্ম রীতি নীতিরে মাইন্য কইরতি হয়। মনে কুটিল ভাব রেইখে এ নিয়ে যদি নিজের লাভের কড়ির হিসাব রাখিস—অহঙ্কারে যদি মাইনষেরে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিস-তেইলে সেই সর্বনাশের জালে স্বয়ংই বাধা পইরবি।

চাঁন্দ।। খবরদার কানী—আর একটা কথা না বইলে এক্ষুণি আমার চক্ষির সামনে যে দূর হইয়ে যা নইলে?

মনসা।। নইলে! কি কি করবি চাঁন্দ—বল?

চান্দ।। যে লাঠি দিয়ে তোর ঘট ভেইঙ্গেছি-সেই হেমতালের লাঠি দিয়ে চিরকালের জন্য তোর কাঁকালি ভাঙ্গি ফেইলবো।

মনসা।। (আরও ধীর ভাবে) আমারে মারি যদি তোর অন্তরে শান্তি হয় তেইলে মার—কিন্তু তার আগে আমার অশান্ত পোলাপানদের মনের কথাডা শোন। তারা চায় সমাজপতি তাদের ইচ্ছাডারে মান্যি করুক। এই চাওয়াডাতে তো কোন ভুল নাই। সমাজের যারা পতি তারাই তো সবাইরে নিয়া একসঙ্গে চইলব। মিলমিশ না থাকলি কি আউগানো যায়। বিবাদের আগুন না জ্বালাইয়া শান্তির জল ছিটানোর কাজটা কর। সমাজপতি আসল কথা কই—নাগে আর মনুষ্যেণ কোন তফাৎ পাই।

চান্দ।। তা এতই যখন সর্বজ্ঞানী তেইলে পিতৃ পিতামহের কথাটা স্মরণ কইরে দেখ এই সমাজটা চলে কাদের শাসনে? শাসনের বিধান তো আমি তৈরি করি নাই—যারা তা কইরে দিয়েছে তাদেরই বংশধর আমি সমাজপতি চান্দ সওদাগর। সেই আদিকালে থাইক্যা যে নিয়মনীতি চলি আসতিতেছে সেইডা বদল করার কাজ আমার নয়।

মনসা।। তেইলে চান্দর বিবাদ বিসম্বাদ অশান্তি দূর করার কাজ কেডা আরম্ভ কইরবো? তুই—না আমি?

চান্দ।। বিবাদ। এই চাতুবর্ণিক সমাজে বিবাদ কই? সবই তো ঠিকই চইলতেছে। যত অনাছিষ্ঠি খালি তোর চক্ষেই ধরা পইড়লো।

মনসা।। (একটু বলিষ্ঠভাবে) হ্যাঁ পইড়লো। তুই তো পূর্বপুরুষের ধ্যান ধারণায় বড় হইয়েছিস্ তোর দৃষ্টিতো তাদেরই সৃষ্টি। সমাজের ভিতরের পরিবর্তন তোর চটে ধরা পইড়বো কি কইর‍্যা।

চাঁন্দ।। সময় তো এক জায়গায় থাইমে থাকে না সমাজপতি। আমার ছেলেইরা যখন ভাসানে যায় তখন তারা আমার নাম নিয়ে শক্তি পায়। অজানা দরিয়ার ঢেউ ভাঙ্গি যখন মধুকর দূর দূরান্তে পৌঁছি যায় তখন তোর মুখেতো হাসি ধরে না। মাঝিদের তুই সাবাস দিস, কিন্তু যার নাম কইর‍্যে তার মনের মইধ্যে সুধা সঞ্চয় করে — সেই আমারে মানতি গেলে তোর এত মনে লাগে কেনরে চাঁদ?

চান্দ।। আরে যা যা—চেঙ্গ মুড়ি কানী। যুগ যুগান্ত ধরি আমার বাপ পিতমেহ ছিল সর্বগুণে বলিয়ান—সেই তেজবীর্য আমি ধারণ কইরে চলেছি। সেইদিনও আমাদের ক্ষেমতা ছিল যা কইরবার চাইছি, তাই কইরেছি তাইতো। এখনও চান্দো সমাজপতি যে নিয়মনীতি মাইনো চলতিছে গোটা চম্পকের মানুষও সেই পথেই চলতি হবে।

আরও একখান কথা—একজন পুরুষ হইয়ে একলঘু জাতির নারীরে পূজা দিব, জান খাকতিও তা হতি দেবো না।

মনসা।। তেইলে সমাজপতি চান্দ, এইডাই তুমার শেষ কথা।

চান্দ।। (বলিষ্ঠ, দাম্ভিকভাবে) হ্যাঁ হ্যাঁ--।

মনসা।। সমাজপতি তুমি। সমাজের দিশা দেখানোই তুমার কাজ। কিন্তু হায় -- দিশা দেখানোর নাম কইর‍্যা তুমি যদি সবাইরে তুমার নিয়মনীতিতে চলতি কও, সেডা তো নায্য নয়। শোন চম্পাই' এর দণ্ডধারী—চিরকাল সবাই মাথা নুইয়া চলতি পারে না। আইজ আমার পোলাপানেরা তোর ডিঙ্গায় হাল ধইরেছ বইলে তোর উগার ধনে ধাইন্যে পূর্ণ হতিছে। দরিয়ার নোনা পানিতে যখন মাঝিমাল্লাদের ঘাম ঝরে তখন তো লঘু জাতি বইলে তাদের গাল পাড়িস না। এইডা কেমন তরো বিচার।।।

আমার পোলাপানেরা ডিঙ্গা বাইলে কোন দোষ হয় না কিন্তু সেই ডিঙ্গায় আমার গুনগান কইরেলে তোর মানে লাগে। এই অনায্যি আর কতদিন চইলবো চাঁদ।

চান্দ।। আরে যা যা এত নায্যি অনায্যি দেইখলে আমার চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর পূর্ণ হইবো না। আমার ডিঙ্গার মাঝি মাল্লারা আমার মতেই চইলতে অইব। আমার ডিঙ্গার মাঝি মাল্লারা আমার মতেই চইলতে অইব।

আমার রাইজ্যে কানী পদ্মার নামে কোন পূজা পাঠ গান বাজনা কইরতে দিমু না।

এইডাই আমার আদেশ——।

মনসা।। তেইলে শোন। নিজের অস্তিত্বের পরিচয়টা জানান দিবার যে অধিকার তারা চাইতেছে—আর তুই যখন ঠিক কইরেছিসথ তা দিবিনি। —তেইলে তো একটা যুদ্ধ লাইগল বলে। যে মাইন্যতা পাওনের লাইগ্যা এই লড়াই—তা না পাওয়া পর্যন্ত আমিও চুপ করুম না। দেইখ্যা লই চম্পকনগরীর সমাজপতি চান্দ সওদাগরের কতখানি ক্ষমতা—।

চান্দ।। আরে যা যা চ্যাঙ মুড়ি কানী আমার নামও চান্দ সওদাগর বাবা বিশ্বেশ্বর মোর চিরকালের সহায়।

(শিবস্তুতি করে সওদাগর অন্দরে প্রবেশ করলো)

গায়েন।। এইদিকে সনকার চিন্তার সীমা নাই। চৌদিকে হৈ হৈ রবপইড়্যে গেছে; এক অহঙ্কারী পুরুষ এক নারীরে অসম্মান কইরেছে। আবার অইন্যদিকে দেশ বিদেশের যত বনিক্যের দল। চম্পক নগরীতে এইসে চান্দের নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে বইলতে লাগলো—

এই তো হল সমাজের পতি—বাপ পিতামহের মান সম্মান রক্ষ্যার জন্যি বীরপুরুষের মত কতইনা সাহস দেখাতি পেরেছে—চল চল সব্বাই চান্দ বণিক্যের একবার পেন্নাম করি আসি। মা মনসার মনে বড় উচাটন। ভালো কথা চান্দোগ্রাহ্যি করল না। তেইলে এখন কি করা যায়। মনসা তাই নেতার সঙ্গে যুক্তি করতি লাগলো।

পদ্মা বলে, নেতা কহ যুকতি সন্ধান।
কি কর্ম করিলে চান্দো পুষ্পে করে দান।।
নেতা বলে ডাকি আন, সোহাগ নাগিনী।
ডাক মাত্র নিকটে আইল নাগ আপনি
পদ্মার আদেশে নাগ চম্পকেতে যায়
রাত্রি কালে নিশা ভাগে ছয় পুত্রকে খায়।।

সনকা অনেক আগ থিক্যে বুঝতি পারছে মাথা তুলি দাঁড়াইবার এই লড়াইয়ে চান্দেরে হার মানতি হবে। চৌদ্দপুরুষের দোহাই দিয়ে আর কতদিন চইলব? তাই তো আগ সনকা শেষবারের মত তার সুয়ামীকে কয়—

সনকা।। ওগো সুয়ামী, এইবার ক্ষান্ত হও—মা বিষহরিরে আর রাগাইওনা, দেখলাতো তুমার জেদের ফলে মোর পরানের ছয়ছয়টা পুত্রের পরান গেল। হায়গো সুয়ামী জন গেছে, এইবার ধনও যাইবো।

চাঁন্দ।। কিচ্ছু যায় নাই — আর কিছু যাইবো না। কানীর উচ্ছিস্ট হৈয়াছিল বইলা ছয় পুত্ররে গাংগুড়িয়া নদীতে ভাসাইয়া দিছি। ছলনা ছাড়া কানীর আর কি বল আছে। চাতুরী কইর‍্যা আমার ধন্বন্তরিরে বিষ দিছে — তবুও আমি ডর পাইনা। পাটানে যাইমু আমি। কিন্তু চম্পকে ঢেমনা ভাতারী চেঙ মুড়ি কানীর পূজা কইরতে কারুরে দিমুনা —।

গায়েন।। সুয়ামীর সঙ্গে আর তো বিবাদ চলে না। সনকা তাই উল্ট পথে হাটল, নৌকার মাঝি মাল্লাগণ সনকারে মাইন্য করত। সনকা তাই তাদের গিয়া কইল —

বাপহকল পাটনে যাইতে তো আপদের অন্ত নাই। মা মনসারে স্মরণ রাখিস—

ডিঙার মাঝি যত,

সবে ভক্ত অনুগত।

সনকা বুঝায় সভা করে সবে মিলি যুক্তি করি।

পুজিবে যে বিষহরি, যত্ন করি বুঝাবে রাজারে।

অতি সকরুণ মুখি, অশ্রুঝরে দুই আঁখি।

কান্দে রামা করিয়া হুতাশ।

মাঝি মাল্লাগের মধ্যে যারার ছিল সেয়ান তারা সনকারে অভয় দিয়ার কইল — সওদাগরের সঙ্গ আমরা ছাড়ুম না। তারা এইডা বুঝাতে পারছে, ডিঙ্গা যদি না ভাসে তেইলে তাদের সংসার চইলব কি কইয়্যা। ভূখা পেটে কয়দিন লড়াই চলব। হেইদিকে চান্দো বণিক্য মাঝি মাল্লাগো ডাক দিয়া কইল —

চাঁন্দ।। শোন চম্পাইবাসী, আমি চাঁন্দ সওদাগর — এইবার মনস্থির কইরেছি — আমার চৌদ্দ ডিঙ্গা লয়ে দক্ষিণ পাটনে যাবো। কইরে মাঝিমাল্লার দল, ডিঙ্গার সাজাও বাদাম তেল, দড়ি কাছি লৈয়া নাওয়ে উঠ—

গায়েন।। চতুর্দিকে হৈ হৈ কইরে মাঝির দল চৌদ্দ ডিঙ্গায় উঠে পইরলোর আর সাথে সাথে গলা মিলায়ে গান ধইরল।

গান। আরে নাও যায়রে নাও যায় বাইয়্যা
আপনে সে দুর্গা মাইয়ে কাড়ায় ধরিলা
হিরে হয় হয় হইয়্যা।।
পরথমে ভাসাইলা ডিঙ্গা নামে মধুকর
আগে করে থইল চাঁন্দে চণ্ডী মণ্ডপ ঘর।।
ও ভাই বাইয়া চলরে চম্পক নগর
হস্তেতে লাল বৈঠা গলায়ও চাদর
নাও যায় রে নাও যায় বাইয়্যা.....।।
দ্বিতীয়ে সাজিলো ডিঙ্গা নামে শঙ্খচূড়
আশি গজ পাণি ভাঙ্গি গাঙ্গে লয় মূর ।।
আর তৃতীয়ে সাজিলো ডিঙ্গা নামে সিংহমুখি
সূর্য্যের সমান রূপ করে ঝিকিমিকি....
হিরে হয় হয় হইয়্যা.....।

গায়েন।। মাঝিদের গীতিবাদ্যে দরিয়ার উপর দিয়ার তরতরাইয়া বাইয়া চলে চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর, সওদাগরের মনে বড় উল্লাস, মনে মনে ভাবে আরে চণ্ডী মাই মোদের কাড়ার ধইরেছে আর সঙ্গে আছে বাবা ভোলানাথ পিনাকপাণির আশীর্ব্বাদ-কিসের এত ডর —।

শিব শিব করি যাত্রা করি সওদাগর
মনের কৌতুক চাপে ডিঙ্গারও উপর।
বাহ বাহ বলি ডাক দিলো কর্ণধারে
সাবদান হইয়া যাও জলের উপরে
চাঁন্দের আদেশ পাইয়া কাণ্ডারি চলিল
চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া কালীদহে উত্তরিল।।

গায়েন।। এইদিকে মা মনসা অপেক্ষা কইর‍্যে ছিল কালীদহে, চাঁন্দ বণিক্য যাওনের সময় এই কালীদহেই মনসার মন্দির তছনছ কইর‍্যা গেছে। মনসা পূজকদের ধইর‍্যার নির্যাতনও কইরেছে, মাঝি মাল্লাগো দুঃখ পাইলেও চাঁদের ভয়ে চুপ কইর‍্যার ছিল।

দরিয়ায় তখন ভরা জোয়ারে জলে কালীদহ উথাল পাতাল কইরতেছে। আর ঐ সময়েই চৌদ্দ ডিঙ্গা কালীদহে পৌঁছায়। যুক্তিটা আগেই ঠিক করা ছিল আর সেইমতে সওদাগারর দরিয়ায় ফেইল্যা মা মনসা চৌদ্দ ডিঙ্গা ছিনাইয়া লুকাই থৈলো একেবারে পাতালে। কৌশল সিদ্ধ হওয়া মাত্র মনের খুশিতে হাঃ হাঃ করি হাসি উঠে মা মনসা।

মনসা।। (হাসি) চাঁদ, পরথমে তোর নির্ধন কইর‍্যার তোর মনের জোর কতখানি দেখতি চাই —। বণিক্যের যদি বাণিজ্যই না হয় তেইলে তার মন ভাঙ্গে, আর সেই ভাঙ্গা মনের যন্ত্রণা থাকতে থাকতেই পরে চাল চাইলতে হবে —। (হাসি)....

গায়েন।। কিন্তু হায়গো মা মনসা — তুমি তো জানো চাঁদ সমাজপতি কি চরিত্তির লোক। যেমন তার সাহস, তেমন তার বুদ্ধি। চৌদ্দ ডিঙ্গার যে তুমি আটক কইরে রেইখেছ, সে কিন্তু সেইডা আন্দাজ কইরে ফেইলেছে তাইতো এখন তার মনে কোন খেদ নাই বরং চম্পকে কিইরো আসি আবার বিক্রম দেখতি লাইগল। চাঁন্দের চালচলনে একটা সতর্ক ভাব লক্ষ্য করা যাতিছে একদিন সনকারে ডাকি কইল — ।

চাঁন্দ।। ওগো সনকা শোন একখান কথা — এই ফাগুনের শুভদিনে আমার লখাইর বিয়া দিমু, তুমি তৈরী হও। কিন্তু সাবধান ঐ কানীর নামে ফুল জল দিবার চাইলে গাঙ্গুড়্যা নদীর জলে সবকিছু ছুঁইড়া দিমু।

গায়েন।। অসহ্য, চাঁন্দ সমাজপতির এমনতর অপমান অসহ্য। বুক ভরা বেদনা লইয়্যা মাঝিমাল্লাগণ মা মনসারে সকল বেত্যান্ত আবার খুইল্যা কইল।

মাঝি।। মা গো— আর কতদিন এমনি কইর‍্যা বইয়া থাকুন। কেন তুমি সওদাগররে কালকুট বিষ দিয়া একেবারে শেষ কইর‍্যা দেও না — ।

গায়েন।। মাঝিগণের মনের উচাটান দেইখ্যা মা মনসায় কয় —

মনসা।। বাপহকল, লড়াই চালাইতে গেলে মাথা শীতল রাইখতে হয়। কৌশল করি চইলতে হইব। আমার আসল কথাডাই তো তোরা বুঝস নাই — আইজ যদি আমি চাঁন্দ সমাজপতিরেই মাইর‍্যার ফেলি তো দুনিয়ার মাইনষে চিরকাল ধরি একটা কথাই জানান দিব, যে চান্দ সওদাগর মনসারে মাইন্যতা দেয় নাই বইলে মারা পড়েছে। তেইলে ঐ সমাজের কাছে আমাদের জিত হইল কই? আরে অবুঝ — যার সঙ্গে আমার মাইন্যতার লড়াই সেই যদি না থাকে তেইলে স্বীকৃতি আদায় কইরবো কার থে।

এহন কালি চুপ মাইর‍্যা আমার পরের চাল গুলান দেইখ্যা যা। আমায় আদরের কালনাগিনীরে কইয়্যা দিছি — মায়াবিনী কইন্যা তুই যা — বিয়ার রাইত লোহার বাসরের পাহারাদার গুলানরে মায়ায় ভুলাইয়া যৌবনে মোহিত কইর‍্যা মোক্ষম কামটা করবা — নিশা রাইত বেহুলা লখাই যখন নিশ্চিন্ত হইয়ে নিদ্রা যাইব তখনেই কালকূট বিষ ঢাইল্যা দিয়া চইল্যা আইসবা ... (হাসি)...

গায়েন।। মায়ের আদেশ পাইয়্যা কালনাগিনী সাঁতালী পর্বতের গোপন পথ ধইর‍্যা হাজির হয় চম্পকনগরে। ধীরে ধীরে লোহার বাসরের দিকে আউগাইয়া যায় মায়া মোহিনীর চালে সবাইরে বশ কইর‍্যার লোহার বাসরে ঢুইক্যাই দেখে আহারে — দুইডা কচি কচি প্রাণ কেমন সুন্দর নিষ্পাপ লখাইয়ে আমি মাইরতে পারুম না। আমিও কেজন মাইয়্যার জাত। কালনাগিনীর মায়ের মন কাঁপি উঠে—বলে—

(গান) কান্দে কান্দে কালীনাগে, লুখাইরর রূপ দেখি

গায়েন।। রাইতেরর তৃতীয় প্রহর তো যায় যায় — সময় তো আর নাই — অন্তরে দুঃখে আইলে কি হইব, মায়ের আদেশ তো অমাইন্য করা যাইব

না — কালনাগিনীর মনে পইড়্যা যায় —এতো চাঁন্দেরেই পুত্তুর। এও তো কোন না কোনদিন কইতে পারে — কালনাগিনী তোদের যা হইলে ঢেমনা ভাতারি চেঙ মুড়ি কানী। নাঃ এই কথা কইবার সুযোগ আর দিমু না। নাই, আর দয়া নাই মায়া নাই। এ বিষ দিতেই হইব। এক পা — দুই পা করি কালনাগিনী আউপায় — পিদিমের আলোয় ভালো কইয়্যার দেইখ্যা লয় — হ্যাঁ এই তো — আর বিলম্ব না কইর‍্যোর আড়াইপন কালকূট বিষ দিয়া দংশিল লখাইরে।

(সঙ্গে সঙ্গে তালবাদ্যে সময়টাকে ভয়ানক করে তুলে)

'অ-হ' — বিষের যন্ত্রনায় লখাই বলি উঠে — হায় গো - প্রাণ যায় — আমার যে প্রাণ যায়। ধড়ফড় করি উঠি গেলো বেহুলা ''এ কি! এ কি হইয়েছে গো তুমার'' — লখাই সারার শরীর নিমিষ্যের মাঝে বিষক্রিয়ায় নীলবন্ন হইয়ে যায় — কিছু বইলেতে চাইয়াও বইলযারযেন আরা ক্ষেমতা নাই। এই কটা মুহূর্ত বেহুলাও বাক্যি হারা হইয়ে যায়। সম্বিৎ ফিরি আসতেই বেহুলা চিৎকার করি উঠে ... না . না. এমনতরর হবার কথা ছিল না — অন্যের দোষে আমার কপাল ভাইঙ্গব কেন। আকুলি বিকুলি করে ওঠে মন। অদ্দিষ্টেরে দুহাই দিয়ে কান্দি উঠে বেহুলা —

প্রাণনাথ ক্রোড়ে লোহার বাসরে
বেহুলা সুন্দরী কান্দে।
সুবেশ ছরখার আলাইল কেশডার
শোকে বুক নাহি বান্ধে।।

বেহুলার এই আকুল কান্দনে সবাই দৌড়ি আসে। আলুথালু সনকা পাগলিনীর পারা সওদাগররে দেখি চিৎকার করি বলে—

সনকা।। ওগো শিবভক্ত সওদাগর এইডা তুমি কি কইরা সমাজপতির মান রাইখতি গিয়া আমার শেষ পুলাডারেও তুমি উৎসর্গ কইর‍্যার দিলা,।

গায়েন।। সনকার বিলাপে চৌদিকে হাহাকার করি বলি উঠে, হায় হায় গো চাঁন্দ সাধু এইতা তুমি কি কইরল্যা।

গায়েন।। সওদাগর কিছু বলে না। চুপ কইর‍্যা চাইরো দিকে চাইয়্যা দেখে, এমন লোহার বাসরঘর — নাগিনী আইল কি কইর‍্যা। হ্যাঁ সে বুঝে বুদ্ধি আর কৌশলের লড়াইয়ে সে হাইর‍্যা গেছে। কিন্তু নিজের হারনের কথাডা তো সবার সম্মুখে বলা যায় না। সমাজের পতি সে — তার হার তো সমাজেরই হার। তাই সে শিরদাড়া টান করি বলি উঠে —

চাঁন্দ।। বীরপুরুষের ধর্ম হতিছে, হয় মরি তো মইরবো — কিন্তু যেইডা সঠিক ভেবেছি তাই মোরে পালন কইরতে হবে। আমি বাবা যোগেশ্বরের দীনদাস — একদিকে যেমন বাপ হই — তেমনি আরেকদিকে সমাজপতি। শেষকালে আইসে মন ভাঙ্গলি চম্পকের রীতি রেওয়াজ চইলব কি কইরে। তখন বান্ধবদের ডাকি বলে যাও ভেলা একখান তৈরী কর। চেঙমুড়ি কানীর উচ্ছিষ্ট - আমার লখাইডারেও ভেলায় ভাসাইয়ে দেও —।

(চাঁন্দসাধুর স্বগত উক্তি)

ভালো হৈল পুত্র মৈল কি আর বিষাদ
কানী চেঙ মুড়ি সনে, ঘুচিল বিবাদ।।
ক্রোধ হৈয়া নাড়ারে বলিছে চাঁন্দ বান্যা।
কানীর উচ্ছিষ্ট মড়া, ফেল নিয়া টান্যা।।
ঝট কর‍্যা কাট, নাড়া রামকলার পাত।
মৎস্য পোড়া দিয়া আজি খাব পান্তা ভাত।।

গায়েন।। সদ্য সুয়ামীর ঘরে আইছে বেহুলা, এই বিড়ম্বনায় হতবুদ্ধি হইয়া এতক্ষণ ধইর‍্যা চুপ কইরে বইস্যে ছিল। শ্বশুরের কথা শুইন্যা সে চমকি উঠে। একি আচরিত কথা।। হউক না এক রাত্রির, তবু লখাইতো তারই স্বামী। শ্বশুর মান্যজন ঠিকই। কিন্তু তা অনায্য কথাতো মানি লওন যায়না। চাঁন্দের এই হুঙ্কারের বিপরীতে ঠাণ্ডা গলায় বেহুলা বলে —

শ্বশুর তুমি ধর্মের পাপ
বিহার রাত্রে স্বামী মরে এ বড় সন্তাপ।।
পুরান কালের কথা কহিছে বুড়াবুড়ি।
সর্পঘাত হইলে অগ্নিতে না পুড়ি।।
নদীতে ভাসাইয়া দেও লয়ে মোর মতি।
পাছে পাছে যাব আমি প্রভুর সংহতি।।

গায়েন।। জীবন্ত কইন্যা ভাসতি চায় মরা সুয়ামীর সঙ্গে। এই কথা কি লিখা আছে কোন বিধানে! পুত্রবধুর মনের দুঃখ বুঝতে পারে চাঁদ বান্যা।

চাঁন্দ।। মাগো বেহুলা তুমার দুঃখ আমি বুঝি — আমিত তো লখাইর বাপ। ঐ কানীর কূটচালে আমার সবশেষ হতি চইলতেছে, তবুও আমি মাথা নোয়াই নাই। যে চলি গেছে সেতো আর ফিইর‍্যা আইবো না।

গায়েন।। উত্তরে কইন্যা বেহুলা কয় —

বেহুলা।। দেইখ্য, আমার সুয়ামীরে আমি জিয়াইয়াই আনুম।

গায়েন।। কইন্যার এই বাক্যি শুনি উপস্থিত জাতিগোষ্ঠী সব্বাই একে অইন্যের মুখ চাওয়া চাওয়ি করে —

কয় কি? মাইয়াডার পরানে এ শোক সামলাইতে পারে নাই — তাই পাগলিনীর মত কয় কি বেহুলা? কইন্যা সব বুঝতি পারে। সবাইরে বুজ দিয়া কয় —

বেহুলা।। মাইন্যজনেরা — যারা বিষ দিতে পারে তারাই বিষহরণের বিদ্যাও জানে। শাস্তর গ্রন্থে এই কথা লেখা আছে। তাই মনস্থির কইরেছি আমিও ভেলা নিয়া উজানে যাইমু। সেই দেশেই আছে বিষ বদ্দি নাগদের অধিষ্ঠান। বেহুলার এত আকুতি শুনিও সমাজপতিয়ে রাজি করাতি যাইতেছেনা। বংশের মান মর্যাদা নষ্ট কইরতে চাঁন্দ রাজি নয়। কিন্তু চাঁন্দ যত বাধা দেয় বেহুলা ততই প্রবল হয়। এই বিবাদের মাঝে সনকা আর চুপ থাইকতি পারে না, সুয়ামীরে কয়—

সনকা।। ওগো সুয়ামী — বেহুলারে অনুমতিখান দেও। তার অন্তিম ইচ্ছায় আর বাধা দিও না গো, নিজের সুয়ামীরে লৈয়ে ভাসানে যাতি দেও।

চাঁন্দ।। তবে যা, যা ঐ কানীর কাছে। শুইন্যা রাখ বেহুলা, সমাজপতি চাঁন্দ তোরে অনুমতি দিই নাই। তুই স্ব ইচ্ছায় লখাইর সাথে ভাইসতেছিস। এরজন্য সমাজের বিচার আমারে কোনদিন দুষী কইরতে পাইরবো না।

এই কঠিন কথাখান বইলে সমাজপতি গটগট কইর‍্যে অন্দরমহলে চলি যায় —

গায়েন।। বেহুলা সবার কাছ থেকে বিদ্যায় লৈয়ে এক অচিন পথে যাত্রা কইরল, দেখতি দেখতি ভেলা আগাইয়া চইলল। চম্পকনগরীরে বিদায় জানাইয়ার মনে মনে বেহুলা বলে —

বেহুলা।। বিদায় গো, চম্পাইবাসী — যদি ফিইর‍্যা আসি তো ধনজন লৈয়েই ফিইরবো — আর না পারিতো নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে মইরবো—।

গায়েন।। বুকফাটা আর্তনাদ করি সনকার মা'য়ের মন মিনতি করি কয় —

সনকা।। মা গো মনসা তুমি ওদের দেইখ্যা রাইখো....

গায়েন।। বেহুলা লখাইর ভেলা চইলো গ্যাঙ্গুড়্যা নদীর জলে উজানপানের অথৈজল। দুই কিনারাও দেখা যায় না।

''কইন্যা বাক্যে ভেলা যায় উজাইয়া,
পক্ষী যেন উড়িলো পাকশাট দিয়া।

অদ্ভুত দেখিয়া লোকে হরি হরি বলে। ভাটিস্রোত এড়ি ভেলা উজাইয়া চলে।''

এক বাঁক ছেইড়্যে বেহুলার ভেলা আরেক বাঁকে যায়। সর্বলোকে চাইয়া দেখে এত বড় আচরিত কথা। মরা মাইনয্যের সাথে জীয়ন্ত কইন্যা। এমন কাণ্ড তো কখনো ঘটে নাই। দুই পারের লোক ডাকি বলে —

কে যায় গো — আহারে আইসো গো মোদের ঘাটে;
দেখি মোদের বিদ্যায় কিছু করা যায় কিনা।

ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো আকড়ি ধরে, বেহুলাও তেমনি এই আশার বাক্যি শুনি কাতর হইয়ে বলে —

(গান) ঝাড়োরে ওঝা ঝাড়ো একবার
একবার ঝাড়িলে তারে দেবো চন্দ্রহার
ঝাড়োরে ঝাড়োরে ওঝাঝাড়ো আরেকবার।
আরেকবার ঝাড়িলে তারে দেবো মণিহার।।
ঝাড়ো....ঝাড়োরে ওঝা রে।।

কিন্তু নাগের প্রয়োগ করা বিষ উপশম করা তো সহজ নয়। তাই কেউই সফল হয় না। বেহুলা ভাসি চলে। দূরে আরো দূরে। কত লোক কত লোভ দেখায়, কিন্তু বেহুলার নড়চড় হয় না — 'সায়ের ঝিয়ারি যায় অনন্ত ভাসানে'। আসল কথা তো আপনারা জানেন গো বাবু মশাইরা। মনেরজোর আর নিষ্ঠা থাকলি কি না করা যায়। বেহুলা তো আর একালের কইন্যা নয়, যে আত্মসুখের জন্য নিজেরে বিকাইয়া দিব; তাই সে আর কোন দিকে না চাইয়্যা ভাসতেই থাকে —। একসময় বেহুলার ভেলা আসি পৌঁছায় তিপুন্নির ঘাটে, এই ঘাটে মা মনসার সহচরী নেতার অধিকার। বেহুলা সজল নয়নে নেতারে তার দুঃখের কথা নিবেদন করে। নেতা কয় মোর বহিন ঝি। ভয় কি, নিয়া যাইমু তোরে বিষহরির কাছে।

(তালবাদ্যের একটু পরিবর্তন, মা মনসার স্তুতি)

গায়েন।। কারুকার্য করা এক শিলাসনে বইয় রইছেন মা মনসা। তার রূপের ছটায় চাইরদিকে উজালা হইয়া রইছে। পাশ দিয়া কুলু কুলু রবে জলের ধারা বইছে। মনোরম উপবনে ফুইট্য রইছে নানাজাতির সুগন্ধি ফুল। সুগন্ধের ছটায় চাইর দিক ম ম করতেছে। এই সবুজবর্ণের মধ্যিখানে রক্তবস্ত্রে শোভিত মা মনসা মৃদু মৃদু হাসতিছেন মাথায় মুকুটের মণিমানিক্য ঝিলমিল কইরতেছে, অষ্ঠনাগে মায়েরের বেষ্টন কইর‍্যা আছে। নেতার সঙ্গে কম্পমান হৃদয়ে বেহুলা মা মনসার সামনে গিয়া মায়ের বেষ্টন কইর‍্যা আছে। নেতার সঙ্গে কম্পমান হৃদয়ে বেহুলা মা মনসার সামনে গিয়া মায়ের মুখের হাসি দেইখ্যা আস্তে আস্তে সাহস ফিরি পায়। দণ্ডবৎ কইর‍্যা কয়—

বেহুলা।। মাগো — শুধু একবার আমার পানে চাও, আপন সন্তান মনে কইর‍্যে দয়া কর মা। আমার সুয়ামীর পরান ফিরাইয়া দেও গো মা। যে মরণ পণ কইর‍্যা শ্বশুরের বাক্যি না শুইন্যা তুমার কাছে আইছি রসই পিতিজ্ঞা পূর্ণ কইরতে তুমি আমার সহায় হও।

গায়েন।। মায়ে কয়—

মনসা।। কে কে তুই। নাগলোকে আসি আমারে মা বলি ডাকে। হু — নরলোকের কইন্যা না। একি? কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হতিছে। হু — এহন চিনতে পারছি চম্পাইয়ের সওদাগরের ছোট বউ। বিয়ার রাইতে তুমি না ছিলা লোহার বাসরে। কিগো নেতা বহিন। চাঁন্দের অহঙ্কার কোথায় গেল? আইজ দেহি তার ছাওয়ালের জীবন ভিক্ষা চাইতে মোর ঠায়ে এইয়েছে তারই পুতের বউ — (হাসি) হা হা হা হা ....। যাও যাও কইন্যা। চম্পকনগরীতে ফিইড়্যা যাও। এই চেঙ্গ মুড়ি কানী মনসার কাছে কি দরকার?

গায়েন।। বেহুলা বলে—

বেহুলা।। না গো বিষহরি মা — আমি তো খালি হাতে ফিরি যাওনের লাগি নাগলোকে আসি নাই। চাঁন্দ সমাজপতি আমার শ্বশুর বটে, কিন্তু আমি তো শ্বশুরের বাক্যি শুনি আসি নাই। আমি এয়েছি নিজের মনের জোরে। আমার ভাগ্যি আমি নিজেই গইড়ব। অইন্যের উপর

কি চিরকাল নির্ভর কইর‍্যো বাঁচা যায়। উজানী নগরের কইন্যা চম্পকের বধূ এইয়েছে নাগমাতার কাছে, একনারীর কাছে আরেক নারী এইয়েছে তার দুঃখের পিতিকার চাইতে?

গায়েন।। মা মনসা তখন আশ্চর্য্যি হবার ভঙ্গি করি কয়।

মনসা।। কি বললি তুই বেহুলা। পিতিকার ... (হাসি) হা হা হা ... চাঁন্দ সওদাগর বিষবৈদ্য, সেনাসামন্ত লৈয়ে লোহার বাসরে পাহারা বসাইল, হুঙ্কার দিয়া নাগ সমাজেরে গালি গালাজ কইরল — তা এত আয়োজন, এত উল্লাস গেল কই ... । কই গেল সমাজপতির দম্ভ। শুনো গো মনুষ্য কইন্যা। লখাইরে বিষ দেওনের কথা মাইন্যা লইয়া কই — চম্পকের দণ্ডমুণ্ডের অধীশ্বর, আমারে চেঙ্গ মুড়ি কানী বইল্যা যে গালি দেয় সেতো খালি আমারে নয়, গোটা সমাজের মাইয়্যা মাইনস্যেরে অপমান। আর এই জঘন্য কাজে সে যদি সফল হয়, তেইলে আইজ বাদ কাইল সে সবাইরে কইব — আরে মাইয়্যা মানুষ ঘরের অন্দরে থাক — সদরে তোরা কোনদিন আইতি পাইরবিনা। তাইতো সমাজপতিরে বুজাইয়া দিলাম। আমি মনসা — যেমন নাগবংশের মর্যাদা আদায় কইরতে চাই তেমনি চাই চাঁন্দের পুরুষালী দম্ভের অবসান। সেও বুঝুক এই ধরায় বুকে সবাইরে তার নিজের জায়গায় বইসবার অধিকার দিতেই হবে। আর যতদিন তা না হয় — ততদিন পর্যন্ত আমিও ওরে স্বস্তিতে থাইকতে দিমু না।

গায়েন।। সঙ্গে সঙ্গে বেহুলা আরও কাতর কণ্ঠে কয় —

বেহুলা।। মাগো — তুমি তো সকলের মনের কথা জানো, কই আমরা তো কোন দোষ করি নাই। শ্বাশুড়ী মায়ের মত আমি তো তুমারে মাইন্য করি বইল্যাই তুমারে দুয়ারে এইয়েছি। স্বীকার করি আমি চাঁন্দ সমাজপতির পুতের বউ। কিন্তু যে স্ত্রী তার সুয়ামীর সাথে একরাত্রিও ঘর কইরতে পাইরলো না সেই নারীর যন্ত্রণা আরেক নারী ছাড়া কেইবা বুঝবো।

যদি অনুমতি দেও তেইলে আইজ একখান মনের কথা কই। মাগো - চম্পকের সমাজপতির সঙ্গে তুমার এই স্বীকৃতির লড়াইয়ে আমি যদি আইজ থিক্যা তুমারা লগে গৈ থাকি, তেইলে তুমি কি আমারে নিজগুণে বিশ্বাস কইরবা।

মনসা।। (চমকে উঠে কয়) কি বৈললি, তুই আমার সঙ্গে থাইকবি। কেমন কইর‍্যা কও চাই দেহি?

বেহুলা ধীরে ধীরে মা মনসার কাজে আইসে বসি কয় —

বেহুলা।। এই মাইন্যতা আদায়ের লড়াইয়ে সমাজপতির উপর একডার পর একডা চাল তুমি চালিয়ে যেতিছ। তুমার কৌশলের তীর সেগুলানও নিষ্ফলে যায় নাই। ছয় পুত্র শেষ হইয়েছে, শঙ্খ ওঝায়ে হারাইয়া সওদাগর নির্বল হইয়ে পড়ছে, চৌদ্দডিঙ্গা অকুল দরিয়ার তলাইয়া দিয়েছে— তারপর শেষ কৌশলের চাল চাইলিছো আমার সুয়ামীর উপর। হায়রে বিষে বিষে সুয়ামীর অঙ্গ নীল হইয়ে গেছে। জন গেছে, ধন গেছে, সুনার চম্পকনগরী আজ শশ্মানের রূপ ধইরছে—এইবার সইত্য কইরে কও দেহী চম্পকের দণ্ডধারী সমাজপতিরে বিষ দংশন ছাড়া আর কিই বা আছে তুমার কৌশল? যদি সওদাগর সমাজপতিই না থাকে তেইলে তুমার বিজয় আইখ্যান হইবো কি কইর‍্যা।

গায়েন।। বেহুলার এই নায্য কথার মাঝেই মা মনসাও যেন নিজ অন্তরে কথাই শুনতি পাও — ঠিকই তো যদি সমাজপতিই না থাকে তেইলে স্বীকৃতি আদায় কইরবো কার কাছ থিক্যা। বেহুলরা এই যুক্তি কথার পাকে মা মনসা যেন আটকা পড়ি যায়। শেষ কালে বেহুলার যোগ্যতা যাচাই কইরতে রুষ্টভাব দেখাইয়া গজগজ করি উঠে—

মনসা।। চুপ কর বেহুলা — বেশী সেয়ানী চালচলন আমারে শিখাইও না। তুমার আসল কথাটা কি বইলতি চাও খোলসা করি কওতো —।

বেহুলা।। মাগো আমার অন্তরের কথাডা তো মুকার না বুঝানোর কারন নাই। এই যে এতকাল ধরি — সওদাগরের সাথে তুমার লড়াই চইলতেছে এতে কার কি লাভ হইয়েছে? এই যে মাঝি মাল্লাগন তুমারে মা বলি মাইন্য করে এহন তো তাদের অন্তরে বাইরে কত উচাটন। কিন্তু আমি বেহুলা ঠিক জানি কেন এই লড়াইটা এহনও চইলতেছে। আমি বুঝি গো মা — এহন সব বুঝইতে পাইরতেছি। চম্পকনগরীর সমাজপতি একজন পুরুষ তুমারে নারী বইল্যে অমান্যি করে। কিন্তু তুমারই নাম লইয়ে ঐ চম্পকের মাঝি মাল্লাগন যখন সওদাগরের ডিঙ্গার পর ডিঙ্গা বুঝাই কইর‍্যে ধনসম্পদ লৈয়ে আসে তখন সেই ধনসম্পদ সওদাগর নিজের সিন্দুকে তইর‍্যে রাখতি মানে বাধেনা। দাবাইয়া রাখাই তেনার ধর্ম। সমাজ বিধানের নাম কইর‍্যে আমারে ও তুমারে টানে আইতে নিষেধ কইর‍্যেছিল — কিন্তু দিনতো বদলায়। আমার আরও বড় বড় ভাসুরের বিধবা বউয়েরা সওদাগরের যে কথা সমাজ বিধান বইল্যে মনরে বুঝ দিয়া মাইন্যা নিছে — আমি তো মানুষ কেন?

তাইগো মা বিষহরি এখন যদি জীয়ন্ত সুয়ামীরে লৈয়ে চম্পকে ফিইর‍্যা যাইতে পারি, নগরীর সব্বাই কইবো—হ্যাঁ মা মনসার ক্ষেমতা আছে বটে, সে যখন বিষ দিতে জানে তেমনি বিষ হরণও কইরতে পারে—তাইতো তেনার নাম বিষহরি। তখন আমার কথায় আরও পাঁচজন তাতে সায় দিবো।

তাই বলিগো মা—মাইনষের মন যদি জয় কইরতে পারো তেইলে চম্পকনগরী তো বটেই বরং আন আন ঠাঁইয়ের মাইন্যা জনেরাও কইবো—চাঁন্দ সাধ মন দিয়া বেহুলার কথা শুলান শুনো—।

গায়েন।। মা বিষহরি বলে—

মনসা।। ঘরের বৌ হইয়ে নিগড়ের মইধ্যে থাইকে তুই আমার জন্য কি কইরতে পারবি বেহুলা।

বেহুল্যা।। মাগো আজ আমি আর একা নই, শুইনতে পাওনা চম্পকের মানুষের মনের কথা। অশান্তি অনলে দগ্ধ হতি হতি তারা আর বিবাদ চায় না—তাই এইসব লোকবলের জোরেই আজ আমি তুমারে কথা দিলাম—তুমি আমার সুয়ামীরে আরোগ্য কইর‍্যা দেও—তেইলে আমরা সুয়ামী স্ত্রী মিল্যা চম্পকনগরীতে ঘটা কইর‍্যে তুমার পূজা দিমু। তুমার মহিমা প্রচার কইর‍্যে নাগমাতার নায্য স্বীকৃতি আদায় কইরবো।

গায়েন।। বেহুলার একথা শুইন্যে ভরাট গলায় মা মনসা বলি কয়—

মনসা।। আর যদি তোর সুয়ামীরে জিয়াই না দিই তেইলে—

বেহুলা।। জিয়াই না দিলে এই লড়াই এর লড়াই এর আখ্যান যেমন কইর‍্যা লিখা হইব সেইডা তো তুমিও চাওনা গো মা! একডাবার ভাইবে দেখ মা—সুয়ামীরে লয়্যা যখন ফিইর‍্যা যামু চম্পকের বাল্য বৃদ্ধ যুবারা কি কইরব—সবাই একজোট হইয়্যা যখন কইব — বেহুলা কইন্যার জয় হউক আর তখনই আমি বইলবো — এ জয় আমার নয়। জয়ধ্বনি যদি দিতে চাও তেইলে সবাই মিলি আমার সঙ্গে বলো — ''জয় মা মনসা জয়'' জয় মা বিষহরি নাগমাতার জয়। তারপর আমি সকলেরে এইডা বুঝামু — দেইখলা তো — বিষনয়নী বইল্যা যারে হেলা কর সেই মাই হইল আমার অমৃতনয়নী।

গায়েন।। হ্যাঁ, বেহুলার কথাগুলান কিন্তু মিথ্যা না তবে মনসার মনেও একটা ধন্দ হয়, যাই হউক — বেহুলা তো চাঁন্দেরই পুতের বউ। কি করা যায়। এই সময়ই আইস্যা হাজির হয় মনসার আজন্ম সখি নেতা। তিপন্নির ঘাটে বেহুলা কইন্যারে দেইখ্যাই সে বুঝ্যাছিল এমন তেজি মাইয়াই তাগ্যের প্রয়োজন। তাই মনসার দোমনা দেইখ্যা নেতা কইলো— কত ঘাট, কত লোভ সব পারাপার হইয়ে বেহুলা আইছে, নাচে গানে দেবকুলের এমন মন ভুলাইছে, যে দেবসভার সকলেই এখন বলাবলি করছে — লখাইরে বিষ দেওনের কামটা তুমার নায্য হয় নাই। তেইলে বুঝো নিজের মনে কথাডা বুঝানের শক্তি এই কইন্যার আছে — এমন নারীইই তো আমরা চাই।

গায়েন।। মা মনসা ভাবে সখি নেতার কথাতো ফেলাইয়্যা দেওনের না। মনে মনে কয় এতদিন নিজের কথাডা নিজেরাই কইছি, কিন্তু এইবার মনসার হইয়্যার কথাগুলান কইব অইন্য লোক — চাঁদের ঘরের বৌ। দেখাই যাউক শেষকালে কি হয়। তাই দেমনা ভাব চাড়ি মা মনসা বলি উঠে—

মনসা।। যা তবে ঐ কথাই রইলো আমি লখাইয়ে জিয়াই দিমু, তবে সাক্ষী থাইকবো আকাশ বাতাস চন্দ্রসূর্য আর দেবলোক। আর হ্যাঁ কথার যদি খেলাপ হয়, চম্পকের কুলপতি যদি আমার জয়ধ্বনি না দেয় বিষে বিষে সবকিছু শেষ কইরো দিবো।

বেহুলা।। জয় মা বিষহরি। তুমার শ্রীচরণে পেন্নাম মাতা নাগের জননী। আইজ থেইকো তুমি আমাগেরও জননী, কথা দিয়া গেলাম গো মা তুমার নায্য সম্মান, স্বীকৃতি আমি আদায় কইর‍্যা লইমু।

গায়েন।। গড় কইরো এই কথা নিবেদন করি নমঃ নমঃ মাতো তুমি বিষহরি। মায়ের আশীর্ব্বাদ লৈয়ে লখাইরে নিয়া যাত্রা কইরলো বেহুলা — । এক সক্কালে চম্পকে ধুন্দুমার পড়ি গেল, ঘাটে আইছে চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর, — ধনজন সবকিছু লৈয়ে ফিইর‍্যা আইছে বেহুলা। আচম্বিত এই ঘটনার পাগল পারার নারী পুরুষ একে অইন্যের ভাইক্যা কইতে লাইগলে। কে কোথায় আছ গো, আইস্যা দেখ কি, অপরূপ কাণ্ড। সব খবর শুনি আলু থালু হৈয়ে সনকা ঘাটে আসি দেখে —

সনকা।। একি। বেহুলা তুই একি আজব কাণ্ড কইরলি। আয় না ..... আমার আমার বুকে আয়।

সনকা বেহুলারে সজন নয়নে জড়াইয়া ধইরো কতি লাইগল—

সনকা।। মাগো বেহুলা — যে কাজ আমরা কেউ কইরতে পারি নাই সেইডা তুই আজ কইরো দেখালি —। তোর জয় হউক—

সঙ্গে সঙ্গে আসপাস সব্বাই একসাথে উচুস্বরে বলি উঠে—উজানীনগরের কইন্যা চম্পকের বধু — বেহুলা মায়ের জয় হউক। বেহুলা সাথে সাথে বাধা দিয়া কয় — ।

বেহুলা।। একি করিতছ তুমরা। কার জয়ধ্বনি দিতিছো। আমিতো নিমিত্ত মাত্র। শুনোগো চম্পাইবাসী জয়ধ্বনি যদি দিতিই হয় তেইলে আমার সঙ্গে গলা মিলায়ে পরথমে বল — জয় নাগমাতা বিষহরি আত্তিকজননী অমৃত নয়নী। মা মনসারই জয়।

গায়েন।। ধীরে ধীরে জয় ধ্বনি প্রতিধ্বনি হৈয়ে এদিক হতি ওদিক ছড়ায়ে পইরলো —

আচরিত এই সংবাদে চমক লাগছিল চাঁন্দ সমাজপতির। পায়ে পায়ে আউগাইয়া আইয়া উপরের পৈঠায় দাড়াইয়া চাঁন্দ সবকিছু নজর কইর‍্যো দেইখছে কিন্তু মনসার জয় শুনি সে চমকি উঠে। কানে আঙ্গুল দেয় — ছিঃ ছিঃ চেঙ্গ বেঙ্গ খাকী নারীর জয়ধ্বনি তার ঘাটে — নানা এহয় না কোনদিন হতি পারে না।

তখনই সনকা প্রায় দৌড়ি দৌড়ি আসে, পেছনে লোকজন মাঝিমাল্লা, হারাইয়া যাওয়া সাতপুত্তুর, বিষবৈদ্য ধন্বন্তরি! সুয়ামীর মুখের পানে চাইয়াসনকা সোজাসুজি বলি উঠে—সওদাগর আর কত। সঙ্গে পরিজনরাও চুপ কইর‍্যা না থাইক্যা একযোগে কয় — সমাজপতি, আর কতদিন এই বিবাদ জীয়াইয়া রাখতি চাও।

দরিয়ার ভাসনের রীতিনীতি সওদাগর ভালই জানে। দরিয়া যেন উথাল পাতাল। ঢেউয়ের উল্টা চইলেই বিপদ, ডিঙ্গা ডুবতিও পারে। কিন্তু একবারেই হাল ছাড়ি দিয়া কি ঠিক অইব? একবার অন্ততঃ কূলে ভিড়ানোর চেষ্টা কইরতে দোষ কি? কথাডা মিথ্যা নয়, ঐতো লখিন্দর, ধন্বন্তরি হ্যাঁ ঐতো বেহুলা কইন্যা। মধুকরের গলুইয়ে দাড়াইয়া তার দিকে চাইয়া আছে। সবাই মিলি উঁকি ঝুকি দিতেছে। কিন্তু কিন্তু একদিনের লড়াই। জালু মালু মায়ের সঙ্গে একই লগে জুকাড় দিব আমার স্ত্রী সনকা। না, ইডা কোনমতেই হতি পারে না। চিত্ত চঞ্চলে সম্বিত হারাইয়ে চাঁন্দ চীৎকার করি উঠি — না না এ হতি পারে না।

চমকি উঠে ঘাটে দাইড়্যে থাকা আত্মীয় পরিজনেরা। একি বইলছে সমাজপতি সওদাগর — এখনও বলে না। একে একে বলি উঠে—

সওদাগর তুমি কি চক্ষে কিছুই দেইখছ না। মা মনসার যদি কোন মহিমাই না থাকে তেইলে হারাইল ধন ঘরে ফিরা্যা আইল কি কইর‍্যা? যোগ্যি জনেরে মাইন্যতা দিতি তুমার এত আপত্তি কেনে? বল চুপ করি থাইকবা না।

হ্যাঁ চাঁন্দ এইবার বুঝতি পারে ধমক দিয়া আর পরিজনদের আটকাইয়া রাখা যাইবে না। ভুল ভুল মহাভুল হইয়েছে বেহুলার যাতি দেওয়াই ভুল হইয়েছে। আর ছয়বধূ তো ভাইগ্যেরে মাইন্যা ঘরেই বইয়া রইছে। কিন্তু বিপদডা সৃষ্টি কইরেছে ঐ বেহুলা। এখন যেন সবাই তারই পক্ষে।

চেঙ্গ মুড়ি কানী কৌশলটা ভালই কইরেছে। কিন্তু এত সহজে আমারে হার মাইনতি হবে। না — তা হয় না — বরং এবার আমারেও কিছু কৌশল করতি হবে।

অটল চাঁন্দ কোন কথা না বলে নীচের পৈঠার দিকে পা বাড়ায়। ঘাটে জমায়েত চম্পাইবাসীরা যারা এতক্ষণ নিজেদের মইধ্যে গুঞ্জন কইরছিল — তারার যেন হঠাৎ থইমকে যায়। সব্বারই মনে একডাই ভাবনা সমাজপতি এখন কি করে? অইন্যাদিকে কি হয় কি হয় একটা ভাব লৈয়ে মধুকরের বুকে ঠায় দাঁড়াইয়া থাকে বেহুলা—

একটা দুইটা তিনটা পর পর পৈঠা দিয়া নামি আসে সমাজপতি চাঁন্দ। একটু সময় দাঁইড়্যে থাকে মধুকরের সামনে, তারপর গলার স্বর চড়া কইরো ডাক দেয় —

বেহুলা! চমকি উঠে ঘাটের মানুষ। শ্বশুরের ডাকে বেহুলা শুধু মুখখান তুলি তাকায় — সওদাগর কয় —

চাঁন্দ।। কি শুনি ইসব কথা। সকলে বলে তুমি নাকি কি একটা শর্ত কইর‍্যা সবাইরে নাগলোক থিক্যার ফিরাইয়া আনছ। সনকা কয় আমারে নাকি কানীরে মাইন্যা কইরতে হইবো। ছিঃ ছিঃ এমন কুটিল শর্ত আমারে না জিগাইয়া কইরতে গেলা ক্যান? বল চুপ করি আছো কেন? জবাব দেও?

গায়েন।। বেহুলা মুখ ফুইট্যা কিছু বইলবার চায় — কিন্তু তার আগেই সনকা কয় —

সনকা।। সওদাগর এখনও বুঝলা না তুমি। সেই পুরানা জিদ ধইর‍্যা বইস্যা আছো? হাতের নাগালের মধ্যেই হারাইয়া যাওয়া পোলারা বইস্যা আছে। তাদেরে বুকে জড়াইয়া ধইরবার জন্যি আমার পরানডা আকুলি বিকুলি কইরতেছে — তুমি, হ্যাঁ তুমি সমাজপতি হইয়ে বুকে পাথর বন্ধিবার পারো কিন্তু আমি যে মা! ওগো আমি যে আর পারিনা।

গায়েন।। হাউ হাউ করি কাইন্দতে থাকে সনকা। চৌদিকে আবার গুঞ্জন উঠে ফিস্‌ফিস্‌ কইর‍্যা সব্বাই কয় — ঠিক ঠিকই তো — সনকা সঠিক কথাই কইছে। সওদাগর তুমি পাষান। হ্যাঁ হ্যাঁ সমাজপতি তুমি একজন পাষান।

চাঁন্দ এখন বুঝতি পারে এই গুঞ্জনটা ভালো নয়, এই যে ফিস্‌ফিসানিটাই কোন এক সময় চীৎকার হইয়ে উঠতি পারে। না ... এইসব বাড়তি দেওয়া এখন ঠিক হইব না। তাই আর কালে বিলম্ব না করি — সওদাগর বলি উঠে—

সওদাগর।। সনকা শান্ত হও — শোন চম্পাইবাসী যত মাঝি মাল্লাগন — শুধু তোমাগো সব্বার মুখ চাইয়া — আমি চম্পাই 'এর সমাজপতি চাঁন্দ সওদাগর আইজ হতি রাজি হইলাম। তেইলে আন — পূজার উপাদন আন — আমি, হ্যাঁ আমি বাবা ভোলানাথের দীনবাস চাঁন্দসাধু ম-ম-ন-সারে পূজা দিমু।

(প্রচণ্ড কষ্ট হয় এই কথাখানি বইলতে, কিনতু সময় পরিস্থিতি সবকিছু সামাল দিতে কৌশলের চালখানি শুধু একটু বদল করি দেয়)

চাঁন্দ সাধুর এইকথা শুনার পরই সবার গুঞ্জন যেন তক্ষুনি বন্ধ হইয়ে যায়। সব্বাই খুশি হইয়ে আনন্দের ঢেউয়ে নাচি উঠে——।

আরে হই -- -- হই হইয়া — আরে হই হই হইয়া - - - বাজি উঠে ঢাক ঢোল বাদ্যি ---। সব বিবাদের যেন অবসান হৈল। স্বস্তিতে নিঃশ্বাস নিতি পাইরবো চম্পাইবাসী —।

কেউ লয়ে আসে পুষ্প, চন্দন, কেউ বা আনে গন্ধ দ্রব্য। কেউ বা ধূপধূনা, মঙ্গলদীপ।

এইবার আসন করি বসে চাঁন্দ সাধু। ভাল কইর‍্যে দেইখ্যে নেয় চারিপাশের পূজার দ্রব্য। গায়ের উড়নি সামলে নেয়। তারপর।

কি হইলে জানেন বাবুমশায় — চম্পকের দণ্ডধর সমাজপতি তার বাম হাত কান বাড়িয়ে সামনের পুষ্প থালি থেইক্যে তুলি নিলে এক মুষ্ঠি ফুল —।

চন্দ্রধর সকলেরে সাক্ষী রাখি এ কি করিল? পিছ দিয়া বাম হস্তে মনসারে পুজিল??

সেই হাতে মনসারে পুজিব কি মতে।।

স্পষ্ট করি কহি যদি সত্য কহিতে উচিত।

হও তুমি শিবের কইন্যা হইয়াছ পতিত।।

জাতিহীন জাতি তুমি না কর বিচার।

যেই পূজা পাও তুমি চলি যাই খাইবার।।

পঞ্চ কুলীন মধ্যে আমি যে কুলীন

কোনকালো কোন কর্ম না করেছি হীন।

গায়েন।। একি কইরল্যা গো সওদাগর। বাম হাতে পূজা। যারা দেইখ্যেছে সব্বাই বলি উঠে — হায় হায় হায়গো সমাজপতি এইডা কি কইরল্যা।।

হায় হায় হায়গো সমাজপতি এইডা কি কইরল্যা।।

সঙ্গে সঙ্গে সওদাগরও জোর একখান হাক ছাড়ি বলে..

চাঁন্দ।। আঃ চুপ কর ..। যা দিয়েছি ... তাই নিতি হবে। কারণ যে হস্তে পূজি বাবা বিশ্বেশ্বরে সেই হস্তে পুজিনা আমি অইন্য কারোরে। বেহুলা, কেন? আমি কোন হাতে পূজা দিমু তুমার শর্তে কি তেমন কোন কথা লিখা আছে? (হাসি ঃ হা হা হা)

গায়েন।। হতভম্ব সনকা, বেহুলার দিকে তাকায়, আর বেহুলা, সমাজপতির সর্বশে কৌশলখানি দেইখ্যে দুইহাতে মুখখান চাপি ধরে কইন্দ্যে উঠে..

বেহুলা।। না — একি হইলগো মা —— এতো অমান্যি পূজা।।

গায়েন।। দূর থাইক্যা মা মনসা সবাইরে কয় ...

মনসা।। সমাজপতির কৌশলের কাছে হার মানতি হৈল .. কিন্তু জানি রাখো এইডা হার হয় নাই...। বাম হাত হলিও সওদাগর আমারে পূজা দিতি বাধ্য হইয়েছে। বেহুলা তুই যেটুকু কইরলি সেইডাই বা কম কিসের। আমাগোর অধিকার আদায় কইরবার লড়াইয়ের কাহিনী যে দিন উঠব — সে দিনই মানুষ মনে কইবর তোরে ...। আর বাপহকল জাইন্যে রাখ — এই লড়াই কিন্তু এখনও শেষ হয় নাই। তোরাই তো আমার পুলাপান, তাই দুইহাতের মাইন্যতা আদায় কইরবার লড়াইয়ের ভারটা এইবার তোরারেই নিতি হইব।

জানি রাখ বাপহকল - - শুরু করে একজন শেষ কইরবে অনেকজন।

মা মনসার কথা শুনি মনের জোর দিয়েই সবাই কয় - -

মাগো, - - শুরু কইরছে, তুমি কিন্তু শেষ কইরবো আমরা। আর যতদিন এই বামহাতের মাইন্যতা ডাইন হাতে লৈয়ে না আনতি পাইরছি ততদিন আমরাও দিমু না - -। কোন দিন না।

জয় মা বিষহরি অমৃতনয়নী

মা, মনসার জয়।

জয় মা মনসার জয়।।

তাল বাদ্যে জয়ধ্বনি যেন চারিদিকে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠে আগামী দিনের দৃঢ়তা বলিষ্ঠভাবে বহিঃপ্রকাশ হয়।

.